The Resource Centre

**Dainik Statesman**

**Date: 12/04/2014** **Page No: 3** **Location: Main** **Circulation: 50000**

**Edition: Kolkata**

**Emami Chisel Art**

# ইমামি চিজেল আর্ট, লা ম্যের গ্যালারি এবং অন্যান্য

দেবব্রত চক্রবর্তী

ইমামি চিজেল আর্ট-এর প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনী হয়ে গেল নিজস্ব গ্যালারিতে (৬৮৭, আনন্দপুর, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা— ৭০০১০৭)। যার সময়কালের বিস্তৃতি ছিল ২৮ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত। উদ্বোধনী সঙ্গীত গায়ত্রীর এবং পুরস্কৃত করা হয় কিছু নির্বাচিত শিল্পীদের। ১ মার্চ শঙ্কর মজুমদারের তথ্যচিত্র 'বেঙ্গল আর্ট'-এর ওপরে। ৩১ মার্চ ভারতীয় সমকালীন চিত্রের ওপরে ড. পারুল দাভে মুখার্জির (শিল্প ইতিহাসের অধ্যাপিকা জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি, নতুন দিল্লি) মনোজ্ঞ আলোচনার বিশ্লেষক ভূমিকা। পুরস্কৃত শিল্পীদের বিচারকের ভূমিকা পালন করেন শিল্পী ও শিল্প সমালোচক যথাক্রমে— ধীরাজ চৌধুরী, নানক গাঙ্গুলি, রীতেন্দ্র সেনগুপ্ত এবং সনৎ কর। শিল্প মাধ্যমের বিভিন্ন আঙ্গিকের কাজ যথাক্রমে— চিত্র, ভাস্কর্য, ছাপচিত্র, ফোটোগ্রাফি এবং ইনস্টলেশন আর্ট সবই ছিল। প্রদর্শনী পরিকল্পক ড. অর্চনা রায়। পুরস্কৃত শিল্পীরা হলেন— ভাস্কর ভট্টাচার্য, সৌম্য সামন্ত, সুজিত করণ, তারকনাথ দাস, মৌমিতা দাস, সুরজিৎ বিশ্বাস, দাইমালু ব্রহ্ম,

শিল্পী— সমনা ঘোষ

শিল্পী— তারকনাথ দাস

Copyright of the article is with the publication

কালীনাথ দাস প্রমুখ। সার্টাফকেট অব মেরিট পেয়েছেন-- স্তুতি লাহা, তপন মিত্র এবং মৃণালকান্তি গায়েন। একগুচ্ছ শিল্পী সমাহারের সমুজ্জ্বল প্রদর্শনী। বিভিন্ন শিল্পীর বিভিন্নতা। শৈলীর এবং মাধ্যমের। প্রবীন বিশিষ্টদের (আমন্ত্রিত শিল্পী) পাশে নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা। প্রদীপ রক্ষিতের অনবদ্য ল্যান্ডস্কেপ, পার্থপ্রতিম দেবের নিজস্ব শৈলীর অনবদ্যতা, পরেশ মাইতির সৃজন স্ব-মহিমায় সমুজ্জ্বল, দীপ্তিশ ঘোষ দস্তিদারের অনবদ্যতা তাঁর নিজস্ব ঘরানায়। গণেশ হালুই, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, কে. জি. সুব্রমনিয়ন, সতীশ গুজরাল এবং ধীরাজ চৌধুরী'র মতো প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের কাজ এই প্রদর্শনীর অলঙ্কার। এছাড়া যাঁদের উল্লেখযোগ্য কাজ আছে, তাঁরা হলেন-- অমিতাভ ধর, সুনীল দে, চঞ্চল মুখার্জি, ছত্রপতি দত্ত, নিরঞ্জন প্রধান, গোপালপ্রসাদ মন্ডল, পার্থ দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ সেনগুপ্ত, চন্দন দেবনাথ প্রমুখ। পার্থ করের ডিজিটাল ফোটোগ্রাফি এবং বিভাস ভট্টাচার্যের ফোটো আর্ট দৃষ্টি কাড়ে। দীপঙ্কর রায়ের অনবদ্য ড্রইং সমৃদ্ধতা প্রশংসনীয়। কৌশিক রাহার অনবদ্য জলরঙের সৃজনে এক অন্যমাত্রা। মলয় চন্দন সাহার ড্রইং সমৃদ্ধতা অন্যমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। অরূপরতন চৌধুরীর প্রশংসনীয় কাজ। প্রদর্শনী পরিকল্পককে প্রশংসা জানাতেই হয়। তবে সৃজনের সংখ্যা এতো বেশি কেন? এই প্রশ্ন থেকেই যায়। সারিবদ্ধ ছবির দেওয়ালে যথার্থ স্পেস পাওয়া যায় না। প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনী বলেই কী কাউকে বাদ দেওয়া গেল না?

## পরমা

গ্যালারি লা ম্যের-এর 'পরমা' শীর্ষক প্রদর্শনীতে মহিলা শিল্পীদের সৃজন মহিমা। প্রায় দু'দশক ধরে এই গ্যালারির এগিয়ে চলা। শ্রী অরবিন্দ ইন্সটিটিউটের এই গ্যালারির সূচনা করেন প্রয়াতা জয়া মিত্র (যিনি সকলের জয়'দি) এই গ্যালারির (লক্ষ্মী হাউস, ৩ রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা--৭০০০৪০) বার্ষিক সূচিতে বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী, যেমন-- বার্ষিক প্রদর্শনী। 'দুর্গা', 'ফ্রিডম' এবং এই 'পরমা' নামাঙ্কিত প্রদর্শনী। এই গ্যালারিতে প্রখ্যাত থেকে নবীন প্রতিভাবান শিল্পীরা তাঁদের সৃজন উপস্থাপন করেন। এখন এই কর্মকাণ্ডের প্রাণপুরুষ জয়াদি'র পুত্র রঞ্জন মিত্র। প্রদর্শনী পরিকল্পনায় শ্রীলেখা মজুমদার এবং বিশ্বজিৎ সাহা। এইবারের পরমা প্রদর্শনীতে বিভিন্ন শিল্পীর বিভিন্নতায় সৃজনের চেহারা ধরা পড়েছে। ৪০ জন শিল্পীর কাজ। চিত্র ও ভাস্কর্যের সমাহার। অরুণিমা চৌধুরীর অনবদ্য সৃজন। দীপ্তি চক্রবর্তীর অ্যাক্রিলিক বর্ণবিভাজনের ছবির শিরোনাম 'মহাপ্রভু'। নিজস্ব শৈলীর অনবদ্যতা। ইন্দিরা হালদারের কাজের নিজস্বতা প্রশংসনীয়। কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব ঘরানার ছবি স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। শুক্তিশুভ্রা প্রধানের ছবির ক্ষেত্রে সেই একই কথা বলা যায়। উমা সিদ্ধান্তের অনবদ্যতা প্রশংসনীয়। সুমনা ঘোষের নিজস্ব শৈলীর কাজে এক অন্য মাত্রা। একটি নতুন ধারা প্রণয়ন করে এগিয়ে চলেছেন শিল্পী যা প্রশংসার দাবি রাখে। শ্রীলেখা মজুমদারের পদ্ম পরিবৃত ছবির শরীর। চিত্রভাষায় সম্পৃক্ত এবং

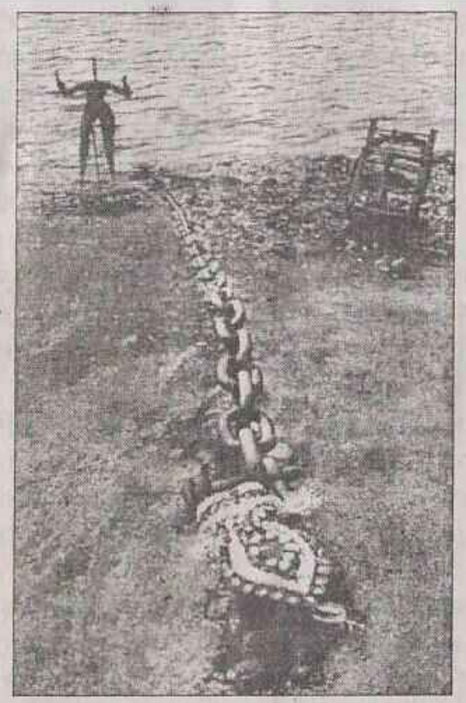

*আলোকচিত্রী-- পার্থ কর*

প্রশংসনীয়। এছাড়া যাদের সৃজন ছিল তাঁদের প্রত্যেকেই যথাযথ কাজ করেছেন, তাঁরা হলেন-- অদিতি চক্রবর্তী, অদিতি দাস, অনিন্দিতা সাহা, অনিতা বোস, অঞ্জনা দত্ত, অর্পিতা চন্দ্র, অর্পিতা প্রধান, অর্পিতা বসু, বাগেশ্রী দত্ত, বল্লরী মুখার্জি, বণশ্রী খান, চন্দ্রিমা রায়, মধুবন্তী ব্যানার্জি, মালা ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রশংসাযোগ্য কাজ এঁদের। এছাড়া মল্লিকা দাস সূতার, রীণা মুস্তাফি, রূপা মিত্র, শ্যামশ্রী বসু, সোহিনী ধর, স্তুতি লাহা, তমালী দাশগুপ্ত, তিয়াসা ভট্টাচার্যের

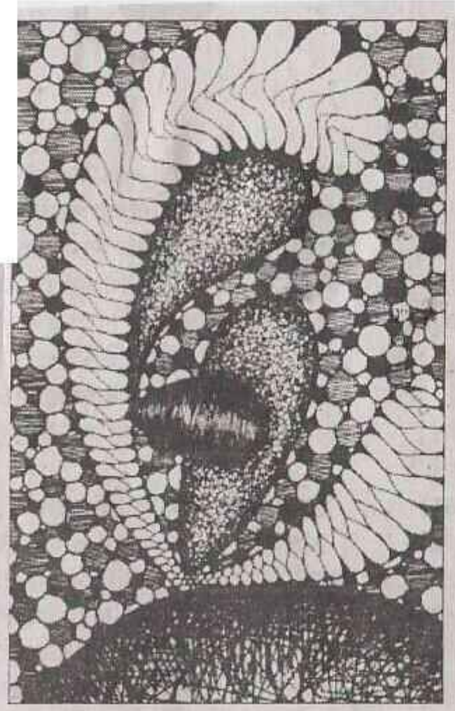

*শিল্পী-- রশ্মি নওয়াল*

অনবদ্য কাজ এই প্রদর্শনীকে অন্যমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এছাড়া আরও যাঁদের কাজ আছে, তাঁরা হলেন-- মালা ভট্টাচার্য, মৌসুমী পাল মজুমদার, পম্পা দাস, পপি ব্যানার্জি, পূজা রায়, রোমি মজুমদার, রঞ্জনা মুখার্জি, সারা ভাদুড়ি, সর্বানী গাঙ্গুলি, শীলা কাপুর, সুতপা খান প্রমুখ। আগামীতে শুভেচ্ছা।

## রশ্মি নওয়ালের একক প্রদর্শনী

শিল্পী রশ্মি নুওয়ালের একক প্রদর্শনী হয়ে গেল কলকাতার আকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এর ওয়েস্ট গ্যালারিতে। প্রদর্শনীর সময়কালের বিস্তৃতি ছিল ১ এপ্রিল থেকে ৭ এপ্রিল, ২০১৪ পর্যন্ত। রশ্মি শিক্ষিত শিল্পী। দীর্ঘ নয় ৭ বছর ধরে নিয়মিত ছবি আঁকছেন। ইতিমধ্যে একটি নিজস্ব শৈলী সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মিশ্র মাধ্যম, অ্যাক্রিলিক এবং কালি-কলমকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সাদা-কালোর কালি কলমের ড্রইং সমৃদ্ধতা ভালো লাগে। এই ড্রইং সমৃদ্ধতায় শিল্পীর দক্ষতা প্রশংসনীয়। সৃজনের বিষয়বস্তু প্রকৃতি ও মানুষ। প্রকৃতিতে আধা বিমূর্ততা। মানুষের প্রতিকৃতিতে ভাঙচুর। উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল বর্ণ বিভাজনের ছবি। শিল্পী ভবিষ্যতে তাঁর কাজে আরও পরিণত হবেন এ আশা রাখা যায়। আগামীতে শুভেচ্ছা।

## দুই শিল্পী

সাহেব রাম টুডু এবং গুরুচরণ মুর্মু এই দুই শিল্পীর যুগ্ম প্রদর্শনী হয়ে গেল কলকাতার আকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এর সেন্ট্রাল গ্যালারিতে। প্রদর্শনীর সময়কালের বিস্তৃতি ছিল ১ এপ্রিল থেকে ৭ এপ্রিল, ২০১৪ পর্যন্ত। সাহেবরাম অ্যানিমেশন ফিল্মমেকার এবং ভাস্কর। খুবই কৃতি ছাত্র শিল্পশিক্ষণের পাঠ বি. এইচ. ইউ থেকে এবং আহমেদাবাদের এন. আই. ডি. থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এই প্রদর্শনীর শিরোনাম 'RENAISSANCE-- the Rebirth of Santhal'। সাঁওতাল জীবন সংগ্রাম। বৈচিত্র ও শিল্পকলার পরিপ্রেক্ষিতে এই শিল্পীর সৃজন প্রশংসাযোগ্য। রঙের ব্যবহার এবং নিজস্ব শৈলীতে সম্পৃক্ত চিত্রভাষা। গুরুচরণের শিল্প শিক্ষণের পাঠ নতুন দিল্লির কলেজ অব আর্ট থেকে। প্রশিক্ষিত হয়েছেন ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে। বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এই প্রদর্শনীর সৃজনে নিজস্ব শৈলীর অনবদ্যতায় সাঁওতাল জীবন এবং মাটি ও মানুষের কথা। নিজস্ব অন্তরঙ্গ অনুভবে সম্পৃক্ত করেছেন চিত্রভাষা। এই দুই তরুণ শিল্পীকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। ভবিষ্যৎ প্রদর্শনীর অপেক্ষায় থাকলাম। আগামীতে শুভেচ্ছা।